দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 12 FEB 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

45

রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ও ছাত্রীদের মিছিলে হামলাকারীদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন —ইনকিলাব

মিছিলে হামলাকারীদের পরিচয় পত্রিকার ছবিতেই রয়েছে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের দুদু-রিপন (ডাকসু) পরিষদের রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ হল

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংসদ ও ডাকসুর নির্বাচনী ফলাফলকে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করছেন। তারা মেয়েদের মিছিলে বহিরাগত ও সংগ্রাম পরিষদের চিহ্নিত ছেলেদের আক্রমণের নিন্দা করে বলেছেন, এটা কলংকিত ঘটনা। এ ঘটনার পরের দিন দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক খবর পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্র থেকেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় কারা এর সাথে জড়িত ছিল। তারা বলেন, ছবিতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, একটি ছেলে মেয়েদের ওড়না ধরে টানাটানি করছে। এ ছেলেটির নাম 'টুক'। সে রাষ্ট্র বিজ্ঞান প্রথম বর্ষের (সেশন '৮৭-৮৮) ছাত্র এবং মুজিব হলের। সে মুজিববাদী ছাত্র লীগের কর্মী। তার ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছাত্র দলের ইমেজ ক্ষুণ্ণ করার জন্য মিছিলে ছাত্র দল হামলা করেছে বলে চালিয়ে দিয়েছে।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রোকেয়া হলে দুদু-রিপন পরিষদের সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী জাহানারা বেগম জ্যোৎস্না ও শামসুন্নাহার হলের একই পরিষদের সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী সাইয়েদা খানম আঙ্গুর উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

তারা রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলে ভোটারদের একাধিক ব্যালট পেপার প্রদান ও সংগ্রাম পরিষদের প্রার্থীদের ভোটদানে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী কর্মকর্তাদের দায়ী করেন এবং মেয়েদের মিছিলে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করে। তারা বলেন, নির্বাচনের পরের দিন সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা হলে আমাদের ওপর আক্রমণ করলে এতে আমাদের তিনজন বোন আহত হয়। তারা বলেন, এবার ডাকসু ও হল ছাত্র সংসদের নির্বাচনে যে ষড়যন্ত্র ও জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে তা কেবল '৮৬-র জাতীয় নির্বাচনের পাতানো খেলার সাথে তুলনা করা যায়।